চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় স্বর্ণের বার ও মোটরসাইকেলসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী ঠাকুরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২ কেজি ৩৩৫ গ্রাম ওজনের ৮টি অবৈধ স্বর্ণের বার ও একটি লাল রঙের ইমা মোটরসাইকেলসহ একজনকে আটক করেছে বিজিবি।

আজ বুধবার এক অভিযানে অবৈধ স্বর্ণের বার ও মোটরসাইকেলসহ একজনকে আটকের ঘটনাটি ঘটে। আটক আকরাম হোসেন (৩০) ঠাকুরপুর গ্রামের মরহুম আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান এদিন বেলা ৩টার পর এক মেইল বার্তায় সাংবাদিকদের জানান, ঠাকুরপুর গ্রাম ব্যবহার করে এখান থেকে ভারতে অবৈধ স্বর্ণ পাচার হবে এমন খবর পেয়ে তারই নির্দেশনায় ঠাকুরপুর বিওপি কমান্ডার সুবেদার মোঃ সাইফুল ইসলামের নের্তৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৯০ হতে দেড় কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি বাগানের পাশে বটতলায় অবস্থান নেন। এ সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে মোটরসাইকেলযোগে ওই এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাকে থামতে বলে। এরপর সে মোটরসাইকেল চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তার কোমরের লুঙ্গির ভেতর স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ৪টি প্যাকেট আছে বলে সে স্বীকার করে। ওই প্যাকেটির ভেতর থেতে ২.৩৩৫ কেজি ওজনের ৮টি অবৈধ স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

এ ব্যাপারে সুবেদার মোঃ সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করে আটক চোরাকারবারীকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। জব্দকরা অবৈধ স্বর্ণের বারগুলো পরীক্ষার পর চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার হবে বলে তিনি জানান।

কুষ্টিয়ায় এসিল্যান্ড পরিচয়ে চাঁদাবাজি, কথিত সাংবাদিক আটক

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসিল্যান্ড পরিচয়ে ওষুধ ফার্মেসীতে চাঁদাবাজির সময় রাকিব নামে কথিত এক সাংবাদিককে আটক করেছে জনগণ। আটক হওয়া কথিত সাংবাদিক রাকিব পৌরসভার কাজীপাড়া এলাকার সাহেব আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী ফার্মেসী মালিক মিজানুর রহমান জানান, গতকাল মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে সাংবাদিক পরিচয়দানকারী রাকিব ও পলাশ তাদের সঙ্গে থাকা অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পরিচয় দিয়ে ফার্মেসীর কাগজপত্র দেখাতে বলে। এবং তারা ম্যাজিস্ট্রেটকে ম্যানেজ করতে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন। এ সময় তাদের কথাবার্তা সন্দেহজনক হওয়ায় ফার্মেসী মালিক স্থানীয়দের বিষয়টি জানান। এ সময় স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করলে সাংবাদিক পরিচয়দানকারী পলাশ ও ভূয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও রাকিবকে আটক করে জনসাধারণ। পরবর্তীতে কুমারখালী থানা পুলিশ রাকিবকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে রাকিব থানাহাজতে রয়েছেন।

এ বিষয়ে তিনি কুমারখালী থানায় রাকিব, পলাশ ও ভূয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এজাহার দিয়েছেন বলে জানান।

এবিষয়ে কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) সুকল্যাণ জানান, চাঁদাবাজির করতে গিয়ে জনগণের হাতে আটক খবর পেয়ে রাকিব নামে একজনকে উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। তবে এখনও লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

৫ গ্রাম হেরোইনসহ হেলাল উদ্দীন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। হেলাল উদ্দীন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের বীলপাড়া এলাকার জমির উদ্দীনের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ হেলাল উদ্দীনকে আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, বিক্রির উদ্যোশে বাড়িতে হেরোইন মজুদ করেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ হেলালকে আটক করা হয়েছে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম, এএসআই শকিল আহমেদ ও সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী এই অভিযান পরিচালনা করেন।

হেলাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে এর আগেও একটি মাদকের মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে বলে জানান এসআই তৌহিদুল ইসলাম।

মাদক উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে আটক হেলাল উদ্দীনকে আদালতের নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ফেনসিডিলসহ ১জন

আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

তারই ধারাবাহিকতায় জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই (নিঃ)মোঃ মেফাউল হাসান, এসআই (নি:) মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, এএসআই (নিঃ)মোঃ মামুনুর রহমান, এএসআই (নি:) মোঃ রেয়াজুল ইসলাম ও এএসআই (নি:) মোঃ রাসেল তালুকদার সহ মাদকবিরোধী অভিযানে সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় জীবননগর থানাধীন সেনেরহুদা গ্রামস্থ জনৈক মোঃ নাগর হোসেন ওরফে রিপন এর বসত বাড়ি হতে আসামি ১। মোঃ নাগর হোসেন ওরফে রিপন (৩৪), পিতা- মৃত মাহাতাব, সাং-সেনেরহুদা (পশ্চিম পাড়া), থানা-জীবননগর, জেলা-চুয়াডাঙ্গা’কে ৩৬ (ছত্রিশ) বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার পূর্বক জব্দ করে।

ধৃত আসামীর বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

দামুড়হুদায় এক কেজি গাঁজাসহ সবুজ আলী আটক

দামুড়হুদায় এক কেজি গাঁজাসহ সবুজ আলী (২৪) নামে এক জনকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

গতকাল সোমবার দুপুর ২টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন কার্পাসডাঙ্গা থেকে। আটককৃত আসামি সবুজ আলী উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কোমর পুর গ্রামের ফরজ আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা মহোদয়ের নির্দেশনায়

দামুড়হুদা মডেল থানাধীন কার্পাশডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মোঃ হারুন উর রশীদ, পিপিএম, সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কার্পাসডাঙ্গা মিশনপাড়াস্থ জনৈক দেবু সরকার এর বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ভৈরব নদের গোসল করা পাঁকা সিড়ি ঘাটের উপর থেকে আসামী সবুজ আলীকে এক কেজি অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ হাতেনাতে আটক করে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, গাঁজাসহ একজন আটক হয়েছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হচ্ছে, আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ঝিনাইদহে গাজাসহ এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহ শহরের বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে গাজাসহ মনিরুল বিশ্বাস
(৫৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার (৮ জুলাই) ভোররাতে শহরের টার্মিনাল এলাকা থেকে তাকে আটক করে সদর থানা পুলিশ। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী মনিরুল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত জমেদ আলীর ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, টার্মিনাল এলাকায় মাদক ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে অভিযান চালায় সদর থানার এস আই রফিকুল ইসলাম। সেসময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় মনিরুল বিশ্বাসকে। পরে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৭ কেজি গাজা। পার্বত্য এলাকা থেকে গাজা এনে ঝিনাইদহে বিক্রি করা হচ্ছিলো বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৮ মামলার ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ মায়া আটক

মায়া খাতুন। আলমডাঙ্গা উপজেলায় ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ হিসেবে পরিচিত। জেল হাজতে যাওয়া যেন তার কাছে ডালভাত। এক যুগে মামলা হয়েছে ৮ বার। গ্রেপ্তারও হয়েছেন প্রায় ১৫ বার। বের হয়ে আবারও মাদক বেচাকেনায় জড়িয়ে পড়েন। সর্বশেষ গতকাল রবিবার বিকেল ৫ টার দিকে পৌর এলাকার এক্সচেঞ্জ পাড়া এলাকার তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এসময় তার বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত মায়া খাতুন (৩৫) মৃত জাহাঙ্গীর আলম ওল্টুর স্ত্রী।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানাগেছে, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ী মায়া খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বাড়ি তল্লাশি করে ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। মায়ার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গাসহ বিভিন্ন থানায় ৮ টি মামলা রয়েছে। এসব মামলায় একাধিকবার জেলে গেলেও জামিনে বেরিয়ে আবারও পুরনো পেশায় ফিরে যায় মায়া।’

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন বলেন, ‘অন্তত ১৫ বার গ্রেপ্তার হয়েছেন মায়া খাতুন। প্রতিবার জামিনে বের হয়ে আবারও মাদক কেনা বেচায় জড়িয়ে পড়েন। তাকে গ্রেপ্তারের পর আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনি মামলা হয়েছে।

কালীগঞ্জে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার রেল স্টেশন এলাকা থেকে ফেন্সিডিলসহ রনি আহমেদ (২২) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটক রনি চৌগাছা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের রিজাউল ইসলামের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রেল স্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চৌগাছা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের রনিকে আটক করা হয়। এসময় তার সাথে থাকা ট্রলি থেকে ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। ট্রেনে করে এই ফেন্সিডিল ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে আটক রনি। তাকে দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ফেনসিডিলসহ নানী নাতনী আটক

মেহেরপুরে ১৩২ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের শামসুল হুদার স্ত্রী সুজান বেগম (৫৫) ও মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার মৃত মফিজুল ইসলামের ছেলে মোঃ লিজন মিয়া(১৯)।
সম্পর্কে তারা নানী ও নাতনী।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম আজ শুক্রবার সকাল ৮ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১৩২ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ তাদের আটক করেন। র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি মনিরুজ্জামান জানান, পাচারের উদ্দেশ্যে নিজ বাড়িতে মাদক মজুত করেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় তাদের আটক করা হয়। ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় ১৩২ বোতল ফেনসিডিল। ফেনসিডিলের আনুমানিক মুল্য মূল্য ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দিয়ে সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে কলেজ শিক্ষক নিহতের ঘটনায় ইজিবাইক চালক আটক

সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সনাক্ত করেই মেহেরপুর শহরের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত কলেজ শিক্ষক নিহতের ঘটনায় ঘাতক ইজিবাইক চালক মোহাম্মদ আলী
(১৯) কে আটক করেছে পুলিশ। জব্দ করা হয়েছে ব্যাটারী চালিত ইজিবাইকটিও।

আটক মোহাম্মদ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের ফকির আলীর ছেলে। ভোরে আসামী মোহাম্মদ আলীকে তার গ্রামের বাড়ি গোভিপুর থেকে আটক করা হয়।

এর আগে গতকাল বুধবার (৩ জুলাই) রাতে নিহত কলেজ শিক্ষক ওহিদুল ইসলামের ছেলে মোঃ শাহরিয়ার কবির আকিব বাদি হয়ে সদর থানায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি অভিযোগ দায়ের করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, শহরের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ পরিক্ষা করে ঘাতক ইজিবাইকের চালককে সনাক্ত করা হয়। ‘দূর্ঘটনার পর থেকেই সদর থানা পুলিশের একাধিক দল বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিলো।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার (২ জুলাই) রাত শহরের বড় বাজার টিএনটি রোডে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজ শিক্ষক ওহিদুল ইসলামের নিহত হন। তিনি মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।